দৈনিক সংবাদ

৭১

তারিখ FEB. 9 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

হরতালে বইমেলার কি হবে?

সালাম জুবায়ের ॥ আজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে দু'দিনের হরতাল। হরতালের সময় বইমেলার কি হবে- এই ছিল গতকাল বইমেলায় সব মহলের আলোচনার বিষয়।

হরতালের সময় বইমেলা কি চলবে? নাকি বন্ধ থাকবে। অবশ্য এই আলোচনার শেষ হয়নি। অনিশ্চিত অবস্থা থাকবে আজ বইমেলার।

এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমির এক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনি বলেন, এমন প্রশ্ন করে বিপদে ফেলবেন না। যদি বলি বন্ধ থাকবে তাহলে কর্তৃপক্ষ ভাববে আমি হরতাল সমর্থক। আর যদি বলি হরতাল হলেও মেলা চলবেই তবে একদিকে হরতালকারীরা মাথায় বোমা মারবে, অন্যদিকে কোন বিপদ আপদ হলে তার দায়দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে। অন্য একজন কর্মকর্তা বলেন, জানি না কি হবে। সবাই যদি স্টল খোলা রাখতে চায়, রাখবে। বন্ধ রাখতে চাইলেও বন্ধ রাখতে পারবে। যদিও কোন দায়িত্ব নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

হরতাল প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ হয় কয়েকজন লেখক, প্রকাশক ও দর্শকের সাথে। তাদের সবারই অভিমত হরতালের আওতামুক্ত রাখা উচিত বইমেলাকে।

জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন এশিয়া পাবলিকেশন্সের স্টলে বসে অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন ভক্ত ক্রেতাদের। তার কথা ঃ মনে করেছিলাম এবার মেলায় প্রতিদিনই আসব। কিন্তু কাল মঙ্গলবার আসতে পারব কিনা জানি না। হরতাল হলে তো আসা কঠিন। তিনি মনে করেন, একুশের চেতনাসিক্ত বইমেলাকে হরতালের বাইরে রাখা উচিত। রাজনীতির কোপানলে পড়ে বইমেলার মর্যাদা নষ্ট হোক তা কেউ চাইবে না।

বিশিষ্ট প্রকাশক আলমগীর হোসেন বলেন, অবশ্যই চাই বইমেলা হরতালের বাইরে থাকুক, কিন্তু থাকবে বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের এখানে সবকিছু নিয়েই রাজনীতি হয়। হরতাল সময়ে যেখানে সাংবাদিকদের গাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়, রোগীবাহী এমবুলেন্স ভাঙচুর হয়, সেখানে বাংলা সংস্কৃতির এই বিশাল আয়োজন নিরাপদ থাকবে সে ভরসা পাই না।

প্রকাশক ওসমান গনি বলেন, আমরা আগেই বিরোধীদলের কাছে আবেদন জানিয়েছি একুশের মহান চেতনার কথা বিবেচনা করে বইমেলাকে হরতালমুক্ত ঘোষণা করা হোক। কিন্তু কোন সাড়া পাইনি। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ কি নির্দেশ দেন তার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। তবে আমরা নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।

বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে পুরোপুরি নীরবতা অবলম্বন করছেন। তারা কাউকে স্টল খোলা রাখতেও বলছেন না। আবার বন্ধ রাখতেও বলছে না। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, আজ বইমেলার নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। অতিরিক্ত পুলিশ থাকবে।

হরতালের অগ্রিম উত্তেজনার মধ্যেও গতকাল বইমেলা ছিল বেশ জমজমাট। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন স্টল মালিক জানান, আজ (গতকাল সোমবার) মেলায় লোক কম এসেছে তা নয়, বিক্রিও কম হচ্ছে না। গতকাল মেলায় নতুন বইও এসেছে বেশ কিছু। একাডেমি কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন শেষ বিকেলে নতুন বইয়ের তালিকা প্রকাশ করেন। তথ্য কেন্দ্রের হিসেব অনুযায়ী গতকাল নতুন বই বেরিয়েছে ৩৩টি। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো ঃ আবদুল মতিনের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঃ মুক্তিযুদ্ধের পর' (প্রকাশক র‍্যাডিকেল এশিয়া পাবলিকেশন্স), কে এম ফিরোজ খানের 'সিরাজউদ্দৌল্লাহ থেকে শেখ মুজিব' (প্রকাশক খান ব্রাদার্স), শাওন সুহৃদ-এর 'কম্পিউটার শিক্ষা ও চাকরি', হাসান খুরশিদ রুমী রচিত 'মজার মজার অনেক ধাধা' (সালাউদ্দিন বইঘর), হুমায়ূন আহমেদের 'রূপার পালংক' (অন্য প্রকাশ), ইমদাদুল হক মিলনের 'কোকিল ডেকেছিল' (আফসার ব্রাদার্স), মহাদেব সাহার কাব্যগ্রন্থ 'কেন সুন্দর ব্যথিত এতো' (অনন্যা) ইত্যাদি। আগামী প্রকাশনী গত কয়েক বছর ধরে মেলায় সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশ করে আসছে। ইতোমধ্যে তাদের ১৭টি বই বেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে আছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', হুমায়ুন আজাদের 'নির্বাচিত প্রবন্ধ, আনিসুজ্জামানের 'মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর', রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত 'সম্মুখ সমরে বাঙালি', সন্তোষ গুপ্তের 'একুশের চেতনা ও বাংলাদেশ', ডঃ মোহাম্মদ হান্নানের 'বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ইতিহাস', হুমায়ুন আজাদের 'অর্থ বিজ্ঞান', শফিক মনজুর 'জানা অজানা শেখ মুজিব', শফিক সিদ্দিকীর 'তোমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে এনেছে মোরে' ইত্যাদি। সাহিত্য প্রকাশ গতকাল প্রকাশ করেছে শরীফ খান রচিত 'বাংলাদেশের পাখি' বইটি। ছোটদের জন্য চমৎকার একটি বই এটি। বইয়ে বেশ কিছু পাখির ছবি দেয়া হয়েছে। ছবিগুলো তুলেছেন আলোকচিত্রী শিহাবউদ্দিন।